বইমেলার উদ্বোধন করছেন মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি ও সাংসদ সৌগত রায়। রয়েছেন বিধায়ক রথীন ঘোষ, পুরপ্রশাসক সুবোধ চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বীণা মণ্ডল-সহ অন্যরা। বুধবার, বিশরপাড়ায়। ছবি: ভবতোষ চক্রবর্তী

৩২তম বইমেলা শুরু

উত্তর ২৪ পরগনা

উদয় বসু

শুরু হল উত্তর ২৪ পরগনা ৩২তম জেলা বইমেলা। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের জনশিক্ষা প্রসার ও গ্রন্থাগার পরিষেবা বিভাগ-এর উদ্যোগে এই মেলা। পরিচালনায় স্থানীয় গ্রন্থাগার কৃত্যক। বুধবার বিশরপাড়া ৬ নম্বর রেল গেটের কাছে যুব সমাজ ময়দানে ৬ দিনের এই বইমেলার উদ্বোধন করেন দমদমের সাংসদ সৌগত রায়, গ্রন্থাগার মন্ত্রী সিদ্দিকুল্লা চৌধুরি।

সিদ্দিকুল্লা বলেন, 'বইমেলা বাঙালিদের প্রাণ। মাছ যেমন জল ছাড়া বাঁচতে পারে না, তেমনি বাঙালিরা বইমেলা ছাড়া বাঁচতে পারে না। ২০১১ সালের আগে এত বড় বইমেলা হত না। মমতা ব্যানার্জির উদ্যোগে বইমেলা মহীরুহ আকার নিয়েছে। লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা ব্যয় হচ্ছে এখন বইমেলার জন্য। আমরা নতুন উদ্যোগ নিয়েছি, এখন থেকে পয়সা দিয়ে সদস্যপদ নিতে হবে না।' সৌগত রায় বলেন, 'এখন গৃহিণীরা সিরিয়াল দেখেন সকাল সন্ধ্যায়। ছেলে মেয়েরা মোবাইল নিয়ে বসে থাকে। গল্পের বই পড়ে না। আসুন গ্রন্থমেলায় এসে বই পড়ার আন্দোলনে যোগ দিই। আমি তো একদিন বই না পড়ে থাকতে পারি না। আমি খেতে খেতে বই পড়ি, ঘুমোবার সময় বই পড়ি। আমি চাই আমি যখন মারা যাব, তখন যেন আমার মাথার কাছে একটা বই থাকে। আমি এখন ওবামার ২ হাজার পাতার বই পড়ছি।' সাংসদ বাঙালির বই পড়ার ঐতিহ্যকে ফিরিয়ে আনার জন্য আবেদন করেন।

মেলার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যদের মধ্যে ছিলেন মধ্যমগ্রামের বিধায়ক রথীন ঘোষ, উত্তর দমদমের পুরপ্রশাসক সুবোধ চক্রবর্তী, উত্তর ২৪ পরগনা জেলা পরিষদের সভাধিপতি বীণা মণ্ডল, সহ-সভাধিপতি কৃষ্ণগোপাল বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলুড় মঠের পরমানন্দ মহারাজ, সমাজসেবী বিধান বিশ্বাস প্রমুখ। উদ্বোধনী মঞ্চ থেকে একটি স্মরণিকা প্রকাশিত হয়।

মেশিনে মাথা কাটা গেল শ্রমিকের

আজকালের প্রতিবেদন

রাবার ফ্যাক্টরিতে কাজ করার সময় হঠাৎই শ্রমিকের মাথা মেশিনে আটকে দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। ফ্যাক্টরির নাম গ্রেট ইন্ডিয়া রাবার ইন্ডাস্ট্রিজ। ট্যাংরা থানা এলাকার ডিসি দে রোডে ওই কারখানা। জনৈক নুরুল খান থানায় ফোন করে এই খবর জানান। পুলিশ গিয়ে দেখে, মেশিনের ভেতর মুন্ডু আটকে রয়েছে। সেখান থেকে মহম্মদ ইউসুফের (৫৪) দেহ উদ্ধার করে হাসপাতালে নেওয়া হয়। শ্রমিকের বাড়ি বিহারের দ্বারভাঙায়। তিনি ঠিকাশ্রমিক এবং ওই কারখানায় একবছর যাবৎ রোলার ম্যান হেল্পার হিসেবে কাজ করছিলেন। বুধবার সকালে মেশিনে তেল দেওয়ার সময় হঠাৎই দুর্ঘটনা ঘটে। তাঁর পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করা হচ্ছে।

মানুষ সব জানে

চন্দ্রকোনা রোড সংলগ্ন ডুমুরগেড়িয়া গ্রামে দলের শহিদ স্মরণে এসে সিপিএম নেতা সুশান্ত ঘোষ শুভেন্দু অধিকারির নাম না করে বলেন, 'এখন পিঠ বাঁচাতে উনি ঝান্ডা বদল করেছেন। ঝান্ডা বদল করে তিনি বলছেন সিপিএম অনেক ভাল। মানুষ তাঁকে ক্ষমা করবে না। মানুষ সব জানে।'

প্রবীণ অভিনেত্রী মাধবী মুখার্জির হাতে স্বাস্থ্যসাথী কার্ড তুলে দিচ্ছেন কলকাতা পুরসভার প্রশাসকমণ্ডলীর সদস্য রতন দে। বুধবার, ৯৫ নম্বর ওয়ার্ডে। ছবি: আজকাল

সিংমারির দপ্তরে গুরুং, বিনয় ভোটে দাঁড়াবেন না

সঞ্জয় বিশ্বাস

দার্জিলিং, ২০ জানুয়ারি

খুলে গেল গোর্খা জনমুক্তি মোর্চার কেন্দ্রীয় কার্যালয়। বিমল গুরুং নিজেই সিংমারির দপ্তর খুলে ভেতরে পুজো করলেন। তারপর জানালেন, 'এবার থেকে পাহাড়ে দলীয় কাজে আরও সুবিধা হবে।' অন্যদিকে, মোর্চা নেতা বিনয় তামাং এদিন জানিয়ে দিলেন তিনি নির্বাচনে লড়াই করবেন না। তাঁর মূল লক্ষ্য সংগঠন। তাই কোনও নির্বাচনের পথে আর পা দেবেন না।

গুরুংয়ের অবর্তমানে দার্জিলিং পাহাড়ে সংগঠন চালিয়েছেন বিনয় তামাং। জিটিএ পরিচালনা করছেন অনীত থাপা। কিন্তু বিমল গুরুং পাহাড়ে ওঠার পর পরিস্থিতি কিছুটা পাল্টে যায়। অনেকেই পাহাড় পরিস্থিতি নিয়ে নানারকম আশঙ্কা করা শুরু করেছিলেন। কিন্তু এদিন বিনয় তামাং নিজের রাজনৈতিক অবস্থান স্পষ্ট করে বুঝিয়ে দিয়েছেন। তাই, পাহাড়ে নতুন করে কোনও সমস্যার প্রশ্নই নেই। কোনও প্রতিযোগিতাও নেই। বিনয় তামাং জানিয়ে দেন, তিনি কোনও নির্বাচনে প্রার্থী হবেন না। কারণ একজন মানুষ একসঙ্গে দুটি কাজ করলে তাতে সাফল্য আসে না। পাহাড়ে এখন মোর্চাকে শক্ত করার জন্য সংগঠনে জোর দেওয়া প্রয়োজন। বিনয় তামাং সেই কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন। অন্যদিকে বিমল গুরুংও সাধারণত নির্বাচনে লড়াই করেন না। তিনিও মূলত সংগঠনই দেখেন। যদিও এই বিষয়ে তিনি কোনও মন্তব্য করেননি।

ক্ষমতার জন্য রাম লড়েননি: মদন মিত্র

আজকালের প্রতিবেদন

নৈহাটি শিবদাসপুর এবং মিত্রপাড়া রোডে তৃণমূলের দু'টি জনসভা হল বুধবার। দু'টি জনসভাতেই তৃণমূল নেতা মদন মিত্র বক্তব্য পেশ করেন। মদন মিত্র তাঁর বক্তব্যে বলেন, 'যে রামকে নিয়ে বিজেপি দাপাদাপি করছে সে রাম ওই রাম নয়। প্রকৃত রাম ক্ষমতার জন্য লড়েননি, তিনি পিতৃ আজ্ঞা পালনের জন্য বনবাসে চলে গিয়েছিলেন। বিজেপি রামকে হারাম করে তুলেছে। আমাদের সেই অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে এক জোট হয়ে লড়তে হবে। বাংলাকে বাঁচাতে আমাদের ঐক্যবদ্ধ হতেই হবে।' দুটি সভাতেই অন্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন নৈহাটির বিধায়ক পার্থ ভৌমিক, তৃণমূল নেতা সুবোধ অধিকারী, সনৎ দে, তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য, নৈহাটির পুর প্রশাসক অশোক চ্যাটার্জি প্রমুখ।

বিজেপি ভয়ঙ্কর দল: জ্যোতিপ্রিয়

বিজেপি ভয়ঙ্কর দল। ওদের সভায় কিংবা মিছিলে লোক না হলে ওরাই বোমা মেরে কিংবা ইট মেরে গন্ডগোল বাধায়। বুধবার বিকেলে বারাসতে দলীয় সভায় একথা বলেন খাদ্যমন্ত্রী ও উত্তর ২৪ পরগনা জেলা তৃণমূলের সভাপতি জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক। এদিন তিনি বলেন, 'এপ্রিল মাসের শেষে কিংবা মে মাসের প্রথম সপ্তাহে বিজেপি-র বেশ কয়েকজন সাংসদ তৃণমূলে যোগ দেবেন। বাম-কংগ্রেস জোট নিয়ে তিনি বলেন, 'কোনও লাভ হবে না। তৃণমূল কংগ্রেস এককভাবেই নির্বাচনে লড়তে প্রস্তুত। বিধানসভা ভোট হবে এই দশ বছরের উন্নয়নের নিরিখেই।'

রাজ্যই ভরসা

কেন্দ্রের কৃষি আইনের বিরুদ্ধে লড়তে জেলার কৃষকদের ভরসা রাজ্য সরকারের ওপরই। জেলার শস্য ভাণ্ডার হিসাবে পরিচিত ভাঙড় এবং সোনারপুরের কৃষকরা রাজ্য সরকারের ওপরই তাঁদের ভরসার কথা জানিয়েছেন। বুধবার ভাঙড়ের কৃষক জাহির মোল্লা জানান, কৃষকদের বাঁচাবে রাজ্য সরকার। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী কৃষকদের ভাল চান। তিনি কিছুতেই কৃষকদের ক্ষতি হতে দেবেন না। কালিকাপুর ১ পঞ্চায়েতের পালান মণ্ডল জানান, এই কৃষি আইনে কী আছে জানা নেই। তবে আশা করছি রাজ্য সরকার কৃষকদের কোনও ক্ষতি হতে দেবে না।

উন্নত ভ্যাট

বাড়ির বর্জ্য ফেলার জন্য বারাসত পুরসভায় তৈরি হচ্ছে উন্নত প্রযুক্তির ভ্যাট। এই ভ্যাট তৈরি করতে কোনও কৃষি জমি নেওয়া হবে না। নবান্নের নির্দেশ মেনে এমন সিদ্ধান্তের কথাই জানালেন বারাসতের প্রশাসক মণ্ডলীর সদস্য তাপস দাশগুপ্ত। তাপসবাবু জানান, প্রায় তিন মাস আগে ৬৮ কাঠা জমি পুরসভার পক্ষ থেকে নেওয়া হয়েছে। স্থানীয়দের সঙ্গে আলোচনা করেই ওই জমি নিয়েছেন তাঁরা। যাঁরা স্বেচ্ছায় জমি দিয়েছেন তাঁদের ক্ষতিপূরণও দিয়েছে পুরসভা। তিনি আরও জানান, উন্নতমানের প্রযুক্তির মাধ্যমে ভ্যাটের ময়লা পাইল করা হবে।

ব্যাঙ্কে লুট

দিন দুপুরে মোটর বাইকে করে এসে ব্যাঙ্কে লুট করে পালাল ৩ যুবক। বিষ্ণুপুর থানার বাকেশ্বর কালীতলার মোড়ের সজনেবেড়িয়ায় একটি রাষ্ট্রায়ত্ব ব্যাঙ্কের ঘটনা। স্থানীয়রা জানান, বুধবার ৪ টে নাগাদ কয়েক জন দুষ্কৃতী বাইকে চেপে ব্যাঙ্কের মধ্যে গ্রাহক সেজে ঢোকে। তারপর তারা আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে টাকা লুট করে চম্পট দেয়। ঘটনাস্থলে আসে বিষ্ণুপুর থানার পুলিশ ও ডায়মন্ডহারবার জেলা পুলিশের আধিকারিকরা। সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখছে পুলিশ। কত টাকা খোয়া গেছে তা জানা যায়নি। দুষ্কৃতীরা কবরডাঙার দিক থেকে এসে নেপালগঞ্জের দিকে চম্পট দিয়েছে।

যৌন হেনস্থা

এক মাস ধরে ৬ নাবালককে যৌন হেনস্থার অভিযোগ উঠল এক বৃদ্ধের বিরুদ্ধে। তাদের পরিবারের অভিযোগে ওই বৃদ্ধকে আটক করেছে পুলিশ। বিষ্ণুপুর থানার গঙ্গারামপুরের বয়েজ টাউনের ঘটনা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, অভিযুক্ত ব্যক্তি কখনও খাবারের লোভ দেখিয়ে, বা কখনও খেলার প্রলোভন দেখিয়ে তাদের যৌন হেনস্থা করত। এমনকী প্রাণে মেরে দেওয়ার হুমকি দেওয়া হত বলে অভিযোগ। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে বাজারে দাপাদাপি

পিস্তল হাতে খুনের হুমকি। ছবি: আজকাল

মিল্টন সেন

হুগলি, ২০ জানুয়ারি

জনবহুল বাজারে হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে দাপাদাপি। প্রকাশ্যে এক ব্যক্তির নাম ধরে চলল খোঁজাখুঁজি। আর পাওয়া মাত্রই গুলি করে ওই ব্যক্তিকে খুন করার হুমকি। বুধবার ভাইরাল হওয়া এমনই এক ভিডিওকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে চণ্ডীতলা থানার নবাবপুরে। ভিডিও ছবির সূত্র ধরে অভিযুক্তের খোঁজে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ।

জানা গেছে, সোমবার সন্ধেয় শেখ সাকির নামে এক ব্যক্তি হঠাৎই হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে হাজির হয় জনবহুল নবাবপুর বাজারে। ভরা বাজারে বেশ কিছুক্ষণ হাতে আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে স্থানীয় দু'একজনের নাম ধরে চিৎকার করে বলতে থাকে তাদের পাওয়া মাত্রই গুলি করে খুন করবে সে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বন্দুক হাতে দাপাদাপির সেই ছবি বাজারের এক ব্যবসায়ী তাঁর মোবাইলে ভিডিও করে ফেলে। সেই ছবি এদিন ভাইরাল হতেই আতঙ্ক ছড়ায় এলাকায়। ঘটনার প্রেক্ষিতে থানায় কোনও অভিযোগ দায়ের হয়নি। তবু ভাইরাল হওয়া ভিডিও দেখে চণ্ডীতলা থানার পুলিশ অভিযুক্তের খোঁজ শুরু করে। নবাবপুরে অভিযুক্ত শেখ সাকিরের বাড়িতেও যায় পুলিশ। ঘটনার পর থেকেই সাকির পলাতক।

তৃণমূল নেতা মোশারফ আলি বলেন, 'অভিযুক্ত কোনও দাগি দুষ্কৃতী নয়। নেশাগ্রস্ত। এর আগেও তাকে গ্রামবাসীরা একাধিকবার মারধর করেছে, শোধরানো যায়নি।'

ভোলানাথ সন্ন্যাস আশ্রম, হরিদ্বারের সভাপতি স্বামী মুক্তানন্দ গিরি মহারাজ ২০ জানুয়ারি, ২০২১ সকাল ১১.১৫ মিনিটে স্বল্প সময় রোগভোগের পর রামকৃষ্ণ মিশন সেবা প্রতিষ্ঠানে পরলোকগমন করেছেন ৮০ বছর বয়সে। স্বামী গহনানন্দ গিরি মহারাজের মৃত্যুর পর তিনি ৮ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে সভাপতির পদ গ্রহণ করেছিলেন।

জে এল মরিসন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড
CIN : L51109WB1934PLC088167
রেজি অফিস: রসুই কোর্ট, ২০, স্যর আর এন মুখার্জি রোড, কলকাতা ৭০০০০১,
ফোন: ০৩৩-২২৪৮০১১৪/৫,
ই মেল : investors@jlmorison.com
ওয়েবসাইট: www.jlmorison.com/corporate

বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি জারি হচ্ছে যে, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫ এর রেগুলেশন ২৯(১)(এ) ও ৪৭(১)(এ) অনুযায়ী ৩১ ডিসেম্বর,২০২০ পর্যন্ত কোম্পানির ত্রৈমাসিক ও নয়মাসের অপরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল বিবেচনা, অনুমোদন করার জন্য কোম্পানির বোর্ড অফ ডিরেক্টরসের একটি সভা অনুষ্ঠিত হবে শুক্রবার, ২৯ জানুয়ারি, ২০২১ তে।
এই বিজ্ঞপ্তি পাওয়া যাবে কোম্পানির ওয়েবসাইট www.jlmorison.com/corporate এবং স্টক এক্সচেন্জ- ওয়েবসাইট www.bseindia.com-এ।
জে এল মরিসন (ইন্ডিয়া) লিমিটেড- এর পক্ষে
স্বা/-
সোনাল নাইক
কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার
স্থান: মুম্বই
তারিখ: ২০ জানুয়ারি, ২০২১

ফর্ম নং: আইএনসি-২৬
সংবাদপত্রে প্রকাশিতব্য বিজ্ঞাপন
[কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০-এর প্রেক্ষিতে]

নোটিস

কেন্দ্রীয় সরকার, রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন সমীপে
কর্পোরেট কাররার বিষয়ক মন্ত্রক, কলকাতা
কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩(৪) নং ধারা বিষয়ক;
~ এবং ~
কোম্পানিজ (ইনকর্পোরেশন) রুলস, ২০১৪-এর রুল ৩০(৫)(এ) বিষয়ক
~ এবং ~
বিষয়: **ম্যাট্রিক্স রোলার মিল প্রাইভেট লিমিটেড** [CIN: U15549WB2010PTC156308], কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ১৯৯৫৬ অধীনে গঠিত একটি কোম্পানি যার রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা: ৩৭, পণ্ডিতিয়া রোড, নবম তল, ফ্ল্যাট নং ৮০৩, ব্লক ১, ওয়েসিস, কলকাতা-৭০০০২৯, পশ্চিমবঙ্গ
..... **আবেদনকারী/ পিটিশনার**
এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে জানানো হচ্ছে যে, ২০ **জানুয়ারি, ২০২১** তারিখ অনুষ্ঠিত উক্ত আবেদনকারী কোম্পানির বিশেষ সাধারণ সভায় গৃহীত একটি বিশেষ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩-এর ১৩ ধারাধীনে **'পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য' থেকে 'উত্তরপ্রদেশ রাজ্য'-তে** এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিস স্থানান্তরের উদ্দেশ্যে এই কোম্পানির সদ্যস্মারকের পরিবর্তনের বিষয়টি নিশ্চিত করার জন্য আবেদনকারী কোম্পানির তরফে রিজিওনাল ডিরেক্টরের কাছে একটি আর্জি পেশ করার প্রস্তাব আনা হয়েছে।
এই কোম্পানির রেজিস্টার্ড অফিসের প্রস্তাবিত উক্ত স্থানান্তরে কারও স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হলে বা ক্ষুণ্ণ হওয়ার সম্ভাবনা আছে বলে মনে করলে তিনি/তাঁরা এমসিএ-২১ পোর্টাল (www.mca.gov.in)-তে ইনভেস্টর কমপ্লেন ফর্ম দাখিল করে কিংবা এই বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্রে প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে রিজিওনাল ডিরেক্টর, ইস্টার্ন রিজিয়ন, মিনিস্ট্রি অফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স, ২৩৪/৪, এ জে সি বোস রোড, নিজাম প্যালেস, ২য় এমএসও বিল্ডিং, চতুর্থ তল, কলকাতা- ৭০০০২০-এর কাছে তাঁর (পুং/ স্ত্রী) স্বার্থের ধরন ও বিরোধিতার কারণ উল্লেখ করে লিখিতভাবে জানান বা রেজিস্টার্ড ডাকে পাঠান এবং এর সঙ্গে একটি হলফনামা দ্বারা বক্তব্য সমর্থিত হওয়া আবশ্যক এবং এর একটি কপি অবশ্যই আবেদনকারী এই কোম্পানির উপরিলিখিত রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানায় পেশ করতে হবে।
আবেদনকারী **ম্যাট্রিক্স রোলার মিল প্রাইভেট লিমিটেড**-এর জন্য ও তরফে
স্বাঃ- ডিরেক্টর
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ২০.০১.২০২১
ভূপেন্দ্র কুমার আগরওয়াল
ডিআইএন: ০০৭৬৭৬১০

FORM NO. NCLT. 3A
Advertisement detailing petition
[see rule 35]
Company Petition (IB)
No. 86 KB of 2020
Notice of Admission

An application under section 7 of the Insolvency and Bankruptcy Code, 2016, for initiation of corporate insolvency resolution process against the Corporate Debtor Auto Carriage Finance Private Limited by the Financial Creditor PPG Asian Paints Private Limited was presented on 21st January, 2020 and the said application will come up for hearing before Bench No. II of the National Company Law Tribunal, Kolkata on 26th February, 2021.
Any person desirous of supporting or opposing the said application should send to the Advocates of the Financial Creditor, notice of his intention, signed by him or his advocate, with his name and address, so as to reach the advocates of the financial creditor not later than two days before the date fixed for the hearing of the said application. Where he seeks to oppose the said application, the grounds of opposition or a copy of the affidavit shall be furnished with such notice. A copy of the application will be furnished by the undersigned to any person requiring the same.
(Advocates for Operational Creditor)
S. Kakrania & Co.
10, Old Post Office Street,
Kolkata 700 001
Dated : 21.01.2021
Place : Kolkata

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice
01)Name of the Work : Construction of brick wall drain at Edision J.C. Bose Bat Tala Basti within Ward No.-07 under DMC
Notice No. PW/W/331 (COMM) of 20-21 ● Ref. No. DMC/PW/1513 Dated – 19.01.21
Estimated Amount : Rs. 3,20,953.00 ● Last Date : 26th Jan 2021 upto 2:00 p.m.
02)Name of the Work : Development of Auditorium & electrification of Birja School within Ward No.-02 under Durgapur Municipal Corporation (part-2 Electrical Works) under BEUP Scheme
Notice No. PW/W/332 (COMM) of 20-21 ● Ref. No. DMC/PW/1514 Dated – 19.01.21
Estimated Amount : Rs. 3,63,127.00 ● Last Date : 26th Jan 2021 upto 2:00 p.m.
For details : wbtenders.gov.in
Sd/- Commissioner
Durgapur Municipal Corporation

জয়নগর-ভাগলপুর-জয়নগর স্পেশাল

যাত্রীদের অতিরিক্ত ভিড় সামাল দিতে ০৫৫৫৪/০৫৫৫৩ জয়নগর-ভাগলপুর-জয়নগর এক্সপ্রেস স্পেশাল (প্রতিদিন) ট্রেনটি সম্পূর্ণ সংরক্ষিত ট্রেন হিসাবে চলবে ঃ-

০৫৫৫৪/০৫৫৫৩ জয়নগর-ভাগলপুর-জয়নগর

০৫৫৫৪		স্টেশন	০৫৫৫৩	
পৌঁছবে	ছাড়বে		পৌঁছবে	ছাড়বে
–	২০.৩০	জয়নগর	১৬.০৫	–
২৩.২৭	২৩.৩২	সমস্তিপুর জংশন	১২.৪০	১২.৪৫
০১.২০	০১.৩০	বারাউনি জংশন	১১.০০	১১.১০
০৩.৩০	০৩.৩৫	মুঙ্গের	০৯.২৫	০৯.৩০
০৫.১৫	–	ভাগলপুর	–	০৭.৫০

উপরোক্ত স্পেশাল ট্রেনগুলি যাত্রাপথে মধুবনী, সাকরি জংশন, দ্বারভাঙ্গা জংশন, বেগুসরাই, সাহিবপুর কেএমএল, রতনপুর, বারিয়ারপুর, সুলতানগঞ্জ এবং নাথনগর স্টেশনেও থামবে।
চলাচলের দিন ঃ জয়নগর থেকে ঃ ২৫.০১.২০২১ তারিখ থেকে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত (প্রতিদিন)। **ভাগলপুর থেকে ঃ** ২৬.০১.২০২১ তারিখ থেকে পুনরায় বিজ্ঞপ্তি না দেওয়া পর্যন্ত (প্রতিদিন)। **গঠন ঃ** এসি ২-টিয়ার-১, এসি ৩-টিয়ার-১, স্লিপার শ্রেণী-৪, সাধারণ ২য় শ্রেণী-৮, এসএলআরডি-২ নিয়ে মোট ১৬টি কোচ। **ক্যাটাগরিঃ** এক্সপ্রেস।
ট্রেন নম্বর ০৫৫৫৩ (ভাগলপুর-জয়নগর)-এর বুকিং ২২.০১.২০২১ তারিখ সকাল ৮টা থেকে পিআরএস কাউন্টার এবং ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। ● সাধারণ ভাড়া ধার্য হবে। ● এই ট্রেনে তৎকাল কোটায় টিকিট পাওয়া যাবে। ● জিএস/এসএলআরডি কোচগুলি ২এস শ্রেণী হিসেবে সংরক্ষিত।
ট্রেন নম্বর ০২২৫৪ (ভাগলপুর-যশবন্তপুর)-এর সম্প্রসারিত দিনগুলিতে যাত্রার জন্য (০৩.০২.২০২১ থেকে ৩১.০৩.২০২১ পর্যন্ত) বুকিং ২১.০১.২০২১ তারিখে সকাল ৮টা থেকে পিআরএস এবং ইন্টারনেটে পাওয়া যাবে। ● এই ট্রেনটির জন্য স্পেশাল চার্জ ধার্য হবে। ● এলএস কোচগুলির আসন ২এস শ্রেণী হিসেবে সংরক্ষণ করা যাবে। ● ছাড়প্রাপ্ত বুকিং গ্রাহ্য হবে না।
সিসিএম/পিএম সিপিটিএম
পূর্ব রেলওয়ে

কলকাতা ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল-৩
ভারত সরকার
নবম তল, জীবন সুধা বিল্ডিং, ৪২সি, জওহরলাল নেহরু রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
কেস নং: আরপি/১৪৮/২০১৫
সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া... সার্টিফিকেট ধারক
— বনাম —
শ্রী ধীনেন্দ্র জৈন (দুধোরিয়া) এবং অন্য... সার্টিফিকেট ঋণগ্রহীতা(গণ)

বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা নিম্নলিখিত সম্পত্তি ই-নিলামের মাধ্যমে বিক্রির ব্যাপারে প্রদত্ত ১৯.০১.২০২১ তারিখের আদেশনামা নং-৪০ অনুযায়ী নীচে বিশদে বর্ণিত সম্পত্তি বিক্রির আয়োজন করা হচ্ছে:

সম্পত্তির বিবরণ

'মলিমা অ্যাপার্টমেন্ট''-এ অবস্থিত উত্তর-পশ্চিম-পূর্ব দিকে অবস্থিত ৪র্থ তলের ফ্ল্যাট নং ডব্লু-৭ (৪র্থ তল) পরিমাপ ১১৬০ বর্গফুট যেখানে তিনটি শোবার ঘর, একটি বসবার, ও খাবার ঘর, একটি রান্নাঘর, একটি টয়লেট, একটি পশ্চিমি ধাঁচের স্ট্যান্ড যা ৫ তলা ভবনের জন্য সহ জমির অবিভাজ্য আনুপাতিক অধিকার। ভবন অবস্থিত কে এম সি প্রেমিসেস নং ৬৪/৮/২/৩৫৫ রায়পুর রোড, ডাকযোগের ঠিকানা ২/১৯৬, শ্রী কলোনি, কলকাতা- ৭০০০৯২, থানা যাদবপুর, কলকাতা-পৌরসভার ওয়ার্ড নং ৯৯ নামাঙ্কিত শ্রীধীরেন্দ্রনাথ জৈন
এই সম্পত্তি নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা জারি করা ১৯.০১.২০২১ তারিখ সংবলিত বিক্রয়ের ঘোষণাপত্রে নির্ধারিত শর্ত ও নিয়মাবলি সাপেক্ষে **'যেখানে যেমন ও যা কিছু আছে ভিত্তিতে'** বিক্রি করা হবে।
এই বিক্রয় প্রক্রিয়াটি আয়কর আইন, ১৯৬১-এর দ্বিতীয় তফসিল ও তার অধীনে রচিত রুলসমূহে নির্ধারিত ও নিম্নলিখিত আরও কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে আয়োজিত হবে। এই সম্পত্তিটি ওই তফসিলের লটগুলিতে বিক্রির জন্য তোলা হবে। যদি সম্পত্তি বিক্রি করে আদায়যোগ্য অর্থাঙ্কের পুরোটাই তুলে ফেলা যায়, সেক্ষেত্রে বাকি অংশের সাপেক্ষে এই বিক্রি প্রক্রিয়াটি তৎক্ষণাৎ বন্ধ করে দেওয়া হবে।
এই সম্পত্তির ধার্য সংরক্ষণ মূল্য হল **₹২৬,৫৯,০০০/- (ছাব্বিশ লাখ উনষাট হাজার টাকা মাত্র)**। আগ্রহী ক্রেতাদের বায়না অর্থাঙ্ক বাবদ **₹২,৬৫,৯০০/- (দুই লাখ পয়ষট্টি হাজার নয়শো টাকা মাত্র)** মূল্যের ডিমান্ড ড্রাফ্‌ট **('The Recovery Officer, Kolkata DRT-III'-এর অনুকূলে কাটা ও Kolkata-তে প্রদেয়)** এবং নিজেদের দরপ্রস্তাব একটি মুখবন্ধ খামে ভরে সর্বশেষ **২৪.০২.২০২১ তারিখ দুপুর ২.৩০টা বা তার আগে** জমা দিতে বলা হচ্ছে। আগ্রহী দরদাতারা এর পাশাপাশি বিড অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম ও সম্পত্তির বিশদ বিবরণ, প্যান কার্ডের কপি, নিজেদের ঠিকানা ও পরিচয়ের প্রমাণপত্রের কপি, ই-মেল আইডি, মোবাইল নম্বর জমা দেবেন। অংশগ্রহণকারী পক্ষ কোনও কোম্পানি হলে কোম্পানির প্রতিনিধিত্ব করার বা অ্যাটর্নি হওয়ার উপযুক্ত প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে। সমস্ত দরকারি নথি, অর্থাঙ্ক জমার রসিদ/কাউন্টার ফাইল ইত্যাদি সিল করা খামে ভরে হাতে করে বা রেজিস্টার্ড/স্পিড পোস্ট মাধ্যমে ট্রাইবুনালের এই অফিসে (The Recovery Officer, Kolkata Debts Recovery Tribunal-III) জমা দিতে হবে। ওপরে লেখা নির্ধারিত তারিখের পরে জমা পড়া ইএমডি এই ই-নিলামে অংশগ্রহণের জন্য বিবেচনা করা হবে না।
এই ট্রাইবুনালের অফিসে দরপ্রস্তাব জমা পড়ার শেষ তারিখ ও সময় হল **২৪.০২.২০২১, দুপুর ২.৩০টা**। ওপরে ধার্য সংরক্ষণ মূল্যের ১% হারে বিড বাড়ানো যাবে।
নিলাম শেষ হওয়ার পরবর্তী দিনে অর্থাৎ, **দুপুর ৩.০০টের** মধ্যে ইএমডি সমন্বয়ক্রমে বিক্রয়মূল্যের **২৫% অর্থাঙ্ক** সফল দরদাতাকে ওপরে লেখা অ্যাকাউন্টে জমা দিতে হবে। পরবর্তী দিনটি ছুটির দিন বা রবিবার হলে তার ঠিক পরের কাজের দিনে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে এই অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে। এর পরে ওই সম্পত্তি নিলাম বিক্রির তারিখ থেকে ১৫তম দিনের মধ্যে (ওই দিনটি বাদ দিয়ে) অথবা, **১৫তম দিনটি যদি ছুটির দিন বা রবিবার** পড়ে যায়, সেক্ষেত্রে **১৫তম দিনের ঠিক পরবর্তী কাজের দিনে** ওপরে নির্ধারিত উপায়ে বিক্রয়মূল্যের বাকি **৭৫%** অর্থাঙ্ক জমা দিতে হবে।
দরপ্রস্তাব উপযুক্ত না মনে হলে যে কোনও বা সমস্ত দরপ্রস্তাব গ্রহণ বা বাতিল করা এমনকি কোনও কারণ না দেখিয়ে যে কোনও সময় এই নিলাম স্থগিত রাখার অধিকার নিম্নস্বাক্ষরকারী বহাল রাখেন। ওপরে নির্ধারিত মেয়াদের মধ্যে উপযুক্ত পরিমাণ আদায় দিতে সফল দরদাতা ব্যর্থ হলে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করলে বিক্রয় প্রক্রিয়ার খরচ বাদ দিয়ে ওই সফল দরদাতা দ্বারা জমাকৃত অর্থাঙ্ক সরকার বাজেয়াপ্ত করবে এবং এমন ক্ষেত্রে ওই খেলাপি ক্রেতা ওই সম্পত্তির ওপর তাঁর সব দাবি হারাবেন এবং পরবর্তীতে এই সম্পত্তিটি যে মূল্যে বিক্রি করা হবে, সেই অর্থাঙ্কের ওপরও কোনও দাবি জানাতে পারবেন না। এমন ক্ষেত্রে নতুন বিক্রয় ঘোষণাপত্র জারি করে ফের এই সম্পত্তিটি বিক্রির বন্দোবস্ত করা হব